যুগান্তর

তারিখ ... 4 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২৮ কলাম ... ৯ ...

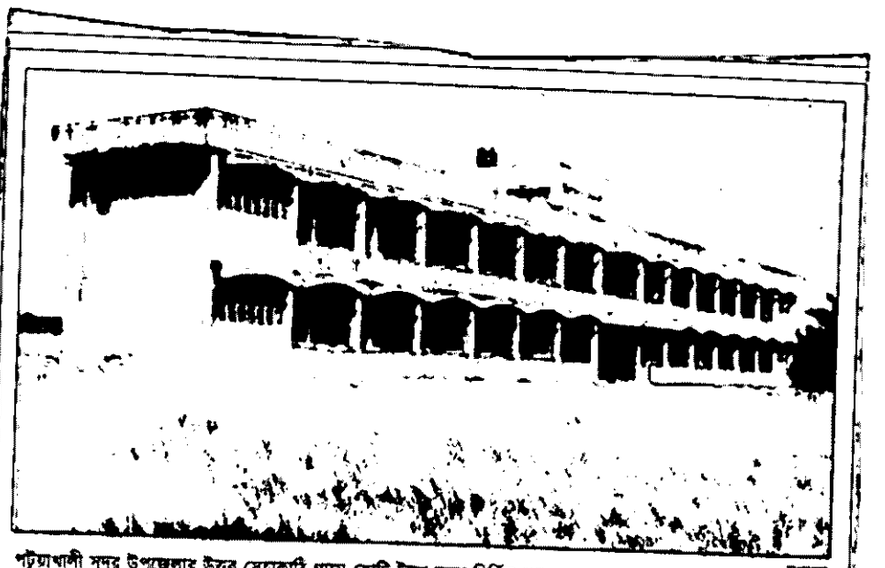

পটুয়াখালী সদর উপজেলার উত্তর সেহাকাঠি গ্রামে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্কুল — যুগান্তর

পটুয়াখালীতে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্কুল কোন কাজেই আসছে না

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

সুদৃশ্য ভবন, সুপরিসর করিডোর, নয়নাভিরাম পরিবেশ, সুসজ্জিত প্রতিটি কক্ষ সবই আছে। নেই শুধু ছাত্র-শিক্ষক। আসবাবপত্র পড়ে আছে তালাবদ্ধ অবস্থায়। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ প্রতিটি কক্ষে রক্ষিত চেয়ার, টেবিল, আলমিরাসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের ব্যবহার না থাকায় ঘুণ পোকায় সেগুলো নষ্ট করে ফেলছে। ফলে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্কুলটি ৩ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। স্কুলটি এলাকাবাসীর কোন কাজে আসছে না। জেলা শিক্ষা প্রকৌশল দফতর সূত্র জানায়, বিগত চারদলীয় সরকারের সময়ে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বা 'সেসিপ'র আওতায় সদর উপজেলার জৈনকাঠি ইউনিয়নের উত্তর সেহাকাঠি গ্রামে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০০৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য আলতাফ হোসেন চৌধুরী এ বিদ্যালয়টির নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর সেহাকাঠি গ্রামে শিক্ষা প্রকৌশল দফতরের তত্ত্বাবধানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২৮টি কক্ষবিশিষ্ট এ স্কুল ভবনটির চোখ জুড়ানো ডিজাইন যে কারও নজর কাড়ে। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরও প্রায় ২৫/৩০ লাখ টাকার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় এ প্রতিষ্ঠানটিতে। ৯৩টি চেয়ার, ৯০ জোড়া বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড, আলমিরা, খেলনাসামগ্রী, কম্পিউটার কি নেই সেখানে? এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকলেও প্রতিটি কক্ষে ৬টি করে লাইট লাগানো আছে, আছে ফ্যানের পয়েন্ট, ফ্যানগুলোও আছে প্যাকেট বন্দি। ব্যবহার না থাকায় এসব আসবাবপত্র ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টিতে ২০০৬ সাল থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির কথা থাকলেও অদ্যাবধি সেখানে কোন শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়নি। ফলে কোটি টাকার স্কুলটি এলাকাবাসীর কোন কাজে আসছে না। স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস সূত্র জানায়, বিদ্যালয়টির নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০০৬ সালের ১৫ মার্চ পত্রিকায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক পদে ৫টিসহ ৯টি পদে অর্ধশতাধিক দরখাস্ত জমা পড়ে। কিন্তু তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আঃ মান্নান হাওলাদার এবং সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় বিএনপি নেতা ইকবাল হোসেন নিজ নিজ দলীয় লোকজন নিয়োগ দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করলে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম সেলিম রেজা কোন দলের পছন্দের লোকজনদের নিয়োগ না দিয়ে পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু নিয়োগ বোর্ডে কাঙ্ক্ষিত প্রার্থী উপস্থিত না হওয়ায় দুজন শিক্ষক, একজন ক্লার্ক ও দুজন পিয়নসহ মোট ৫ জন স্টাফ নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হচ্ছে কৃষি শিক্ষক সত্যরঞ্জন ও খৌদ্র শিক্ষক তারিকুল ইসলাম, ক্লার্ক আবু মুসা, পিয়ন সোহেল রানা ও শহিদ খান। এ ব্যাপারে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মোরশেদ আলম জানান, শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে স্কুলটিতে ছাত্র ভর্তি যাতে শুরু করা যায় সেজন্য আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।